জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
www.nctb.gov.bd

পত্র সংখ্যা- হিঃরঃশাঃ ২৫৯/৮৮(১০ম খন্ড)/৪৫৮ তারিখ: ০৭/০১/২০২১

'অফিস আদেশ'

৩০/১১/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত ৬৮২-তম জরুরি বোর্ড সভার ০৫নং সিদ্ধান্ত অধিকতর যাচাই বাচাই করে ২৭/১২/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত ৬৮৪-তম জরুরি বোর্ড সভার ০৬নং সিদ্ধান্ত মোতাবেক বোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের জন্য প্রণীত জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ঋণদান বিধিমালা-২০২০ অনুমোদন করা হলো। উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে নির্দেশক্রমে অফিস আদেশ জারী করা হলো।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ঋণদান বিধিমালা-২০২০

১। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকলে, এই বিধিমালায়-
(১) **'খাত'** অর্থ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের ঋণখাত বুঝাবে;
(২) **'বোর্ড'** অর্থ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড;
(৩) **'কর্মচারী'** অর্থ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সকল বেতন গ্রেডের নিজস্ব কর্মচারীকে বুঝাবে এবং
(৪) **'ঋণ'** অর্থ জমি ক্রয়, ফ্ল্যাট ক্রয়, গৃহ নির্মাণ, গৃহ মেরামত, গৃহ সম্প্রসারণ, কম্পিউটার ক্রয়, মোটর সাইকেল ঋণ বুঝাবে।

২। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।— এই বিধিমালা''জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ঋণদান বিধিমালা, ২০২০'' নামে অভিহিত হবে।

৩। **ঋণের অর্থের সংস্থান**।— জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের স্থায়ী কর্মচারীগণের ঋণ প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রতি অর্থ বছরের বাজেটে খাতওয়ারী নির্দিষ্ট অংকের বরাদ্দকৃত অর্থ।

৪। **উদ্দেশ্য**।—জমিক্রয়/ফ্ল্যাটক্রয়, ভাড়া বাড়ির দুষ্প্রাপ্যতা ও কর্মচারীগণের বাসস্থান সংকুলান, সর্বোপরি কর্মচারীগণের কল্যাণার্থে আর্থিক ঋণ প্রদানের মাধ্যমে সহযোগিতা প্রদান।

৫। **ব্যবহার বিধি ও পরিধি**— এই ঋণ জমি ক্রয়, ফ্ল্যাট ক্রয়, নতুন গৃহনির্মাণ, পুরাতন গৃহ মেরামত, গৃহসম্প্রসারণ বা বর্ধিত করা, কম্পিউটার ক্রয়, মোটর সাইকেল ক্রয়ের ক্ষেত্রে পৃথক পৃথকভাবে ব্যবহার করা যাবে।

৬। **ঋণদান কমিটি**।—(১) **গঠন :** বোর্ড কর্তৃপক্ষের যথাযথ অনুমোদনের মাধ্যমে ঋণদান কমিটি গঠন করবে।
(২) **কর্মপদ্ধতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ:** এই বিধিমালা অনুযায়ী অধিকাংশ সদস্যের মতানুসারে ঋণদান কমিটি এইবিধিমালা অনুসরণ করে খাতওয়ারী ঋণ প্রদানের সুপারিশ করবে।
(৩) **বিবিধ:** ঋণ গ্রহণে আগ্রহী কর্মচারীর ঋণ সংক্রান্ত আবেদনের যথার্থতা ও যথাযথ আইনগত বিষয়াদি যাচাই এর জন্য ঋণদান কমিটি প্রয়োজনে বোর্ডের আইন উপদেষ্টার মতামত গ্রহণ করবে।

৭। **প্রয়োগ ক্ষেত্র সমূহ**।—(১) এই বিধিমালা অনুসরণপূর্বক বোর্ডের স্থায়ী কর্মচারীর জন্য নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে বোর্ড তহবিল থেকে ঋণ প্রদান করা যাবে:
১। কর্মচারীর নিজ নামে জমি/ফ্ল্যাট ক্রয় ঋণ।
২। কর্মচারীর নিজস্ব জমির (নিজ নামের জমি) উপর নতুন গৃহ নির্মাণ ঋণ।
৩। পুরাতন গৃহের মেরামত ঋণ।
৪। পুরাতন গৃহের সম্প্রসারণ ঋণ।
৫। কম্পিউটার ক্রয় ঋণ।
৬। মোটর সাইকেল ঋণ।

(২) কোন অবস্থাতেই ইজারা (লিজ) নেয়া সম্পত্তি বা জমির উপর গৃহনির্মাণের জন্য এবং ইজারা নেয়া/ভাড়াটে বাড়ি বা বোর্ডের ঋণ নিয়ে তৈরি বাড়ি ব্যতীত অন্য বাড়ির মেরামত বা সম্প্রসারণের জন্য এই ঋণের আবেদন করা যাবে না।

(৩) বিধি-৬ (১) ব্যতীত বোর্ডের কোনো কর্মচারী সাইক্লোন, ঘুর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস অথবা প্রাকৃতিক কোন দুর্যোগ বা অগ্নিকান্ডে বাস স্থানের কোনরূপ ক্ষতি হলে ক্ষতিগ্রস্থ বাসস্থানের মেরামতের জন্য এই তহবিল থেকে ঋণ গ্রহণের আবেদন করা যাবে।

(৪) কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে এই ঋণ প্রদান করা হবে। কোন অবস্থাতেই এই ঋণকে দাবী অথবা পাওনা হিসাবে গণ্য করা যাবে না।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
www.nctb.gov.bd

৮। **ঋণের জন্য আবেদন ও অনুমোদন পদ্ধতি** । —(১) প্রতি বছর বাজেট অনুমোদনের পর প্রশাসন শাখা বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঋণের আবেদন আহবান করবে। এ রূপ বিজ্ঞপ্তি বছরে দু'বারের বেশি আহবান করা যাবে না।

(২) ঋণ মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে আবেদনকারীর পক্ষে একজন ব্যক্তিকে জামিনদার থাকতে হবে এবং এরূপ ব্যক্তিকে অবশ্যই বোর্ডের একজন স্থায়ী কর্মকর্তা বা কর্মচারী হতে হবে।

(৩) আবেদনপত্রসমূহ নির্ভরযোগ্য দলিল ও প্রত্যয়নসহ পরিস্থিতির বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে শাখা প্রধানের সুপারিশসহ প্রশাসন শাখায় দাখিল করতে হবে।

(৪) ঋণের জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে।

(৫) প্রশাসন শাখা আবেদনের যথার্থতা প্রত্যয়নপূর্বক কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নিয়োগ ও চাকুরীর ধরণ ও মন্তব্যসহ আবেদনসমূহ হিসাব শাখায় প্রেরণ করবেন।

(৬) প্রশাসন শাখা থেকে প্রাপ্ত আবেদনপত্র যাচাই বাছাইপূর্বক হিসাব শাখা ঋণের উপখাত অনুযায়ী তালিকা তৈরি করবে। তালিকায় আবেদনকারীর নাম, পদবি, চাকুরীর ধরণ, পূর্বে গৃহীত ঋণের সংখ্যা ও কিস্তির মোট অর্থের পরিমাণ,কর্তনকৃত ঋণ বাদে অবশিষ্ট ঋণের পরিমাণ, সকল কর্তনের পর মূল বেতনের ৭০%(শত করা সত্তর) অর্থের পরিমাণ, চাকরির মেয়াদের পরিশোধযোগ্য ঋণের পরিমাণ ইত্যাদি উল্লেখ থাকবে। কমিটি হিসাব শাখার প্রস্তুতকৃত তালিকা, আবেদনপত্র ইত্যাদি বিবেচনা করে যোগ্য আবেদনকারীগণকে ঋণ প্রদানের সুপারিশ করবে।

(৭) কমিটির সুপারিশ বোর্ড সভার সিদ্ধান্তের জন্য উপস্থাপন করা হবে। বোর্ড সভার সিদ্ধান্তের পর চূড়ান্ত অনুমোদনক্রমে প্রশাসন শাখা কর্তৃক অফিস আদেশ জারি করা হবে।

(৮) অফিস আদেশের শর্তানুযায়ী চুক্তি সম্পাদনের পর ঋণের টাকা প্রদান করা হবে।

(৯) ঋণ অনুমোদন ও প্রদানের ক্ষেত্রে কোন রূপ অনিয়ম বা অসঙ্গতি সংঘটিত হলে ঋণদান বিধিমালা, ২০২০ এর ব্যত্যয় ঘটলে ঋণ গ্রহণকারী ও ঋণ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে।

৯। **ঋণ আবেদনের শর্তাবলী** ।— (১) বোর্ডে কর্মরত সকল স্থায়ী কর্মচারীর চাকুরী স্থায়ীকরণসহ একাধারে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বৎসর চাকুরীর মেয়াদ পূর্ণ হলে অথবা চাকুরী স্থায়ীকরণসহ বয়স ৩৫ (পয়ত্রিশ) বছর হলে এই ঋণের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

(২) কর্মচারীর বয়স ৫৪ (চুয়ান্ন) বছর পর্যন্ত ঋণের জন্য আবেদন করতে পারবেন। কোন কর্মচারীর পি.আর.এল. অবস্থায় ও ঋণের কিস্তি কর্তন করা যাবে। তবে, কর্মচারীর সর্বোচ্চ কর্তন যোগ্য ঋণের কিস্তির সংখ্যা তার চাকুরিকালের অধিক হবে না। সে ক্ষেত্রে নির্ধারিত সর্বোচ্চ ঋণের পরিমাণ হবে চাকুরিকালীন সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ আদায়যোগ্য পরিমাণ। অর্থাৎ, কোনো কর্মচারী বিধি মোতাবেক সেই পরিমাণ ঋণ পাবে, যা তার পিআরএল পর্যন্ত কর্তন করে ঋণ পরিশোধ করতে পারবেন।

(৩) কর্মচারীর পূর্বের অপরিশোধিত সকল ঋণের মাসিক কিস্তি, ভবিষ্য তহবিলের কর্তনসহ সকল কর্তনের পর আবেদনকৃত ঋণের মাসিক কিস্তির পরিমাণ মূলবেতনের ৭০% এর বেশি হলে আবেদনকৃত ঋণ প্রাপ্তির জন্য বিবেচিত হবেন না।

(৪) কোন কর্মচারী পূর্বের গৃহীত কোন উপখাতের ঋণ ২৩/১০/১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩৬৪ তম সাধারণ বোর্ড সভার ৩নং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সুদসহ সমুদয় অর্থ পরিশোধ/সমর্পণ করলে ঐ উপখাতে উক্ত কর্মচারীর কোন ঋণ নাই বলে বিবেচিত হবে।

(৫) ঋণ গ্রহণকারী কর্মচারী কর্তৃক গৃহীত ঋণের টাকা বা অংশ বিশেষ (সুদসহ) কোনো কারণে আদায় সম্ভব না হলে ঋণ গ্রহীতার পেনশন থেকে আদায় করা হবে।

১০। **ঋণের পরিমাণ**। — (১) **জমি/ফ্ল্যাট ক্রয় ঋণ**- কর্মচারীর ৮০ (আশি) মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ টাকা, যা সমগ্র চাকুরী জীবনে একবার গ্রহণ করতে পারবেন।

(২) **গৃহ নির্মাণ ঋণ**-কর্মচারীর ৭০ (সত্তর) মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ টাকা, যা সমগ্র চাকুরী জীবনে একবার গ্রহণ করতে পারবেন।

(৩) **গৃহ মেরামত ঋণ**-কর্মচারীর ৬০ (ষাট) মাসের মূলবেতনের সমপরিমান টাকা, যা সমগ্র চাকুরী জীবনে সমন্বয় সাপেক্ষে সর্বোচ্চ দুইবার গ্রহণ করতে পারবেন।

(৪) **গৃহ সম্প্রসারণ ঋণ**-কর্মচারীর ৫০ (পঞ্চাশ) মাসের মূলবেতনের সমপরিমাণ টাকা, যা সমগ্র চাকুরী জীবনে সমন্বয় সাপেক্ষে সর্বোচ্চ দুইবার গ্রহণ করতে পারবেন।

(৫) **কম্পিউটার ক্রয়ের ঋণ**- সর্বোচ্চ = ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা, যা সমগ্র চাকুরী জীবনে সমন্বয় সাপেক্ষে একাধিক বার গ্রহণ করতে পারবেন।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
www.nctb.gov.bd

(৬) **মোটর সাইকেল ঋণ**-সর্বোচ্চ = ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা, যা সমগ্র চাকুরী জীবনে সমন্বয় সাপেক্ষে একবার গ্রহণ করতে পারবেন।

১১। **মঞ্জুরীকৃত ঋণ প্রদান** ।— (১) **কেবলমাত্র জমি বা ফ্ল্যাট ক্রয়ের ঋণের ক্ষেত্রে:**

(ক) শুধুমাত্র কর্মচারীর নিজ নামে ক্রয়ের ক্ষেত্রে এ ঋণ মঞ্জুর করা হবে।

(খ) জমি বা ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে মঞ্জুরের পূর্বে বায়না দলিল জমা প্রদান সাপেক্ষে আবেদনকারীকে তাঁর আবেদনের প্রেক্ষিতে মোট মঞ্জুরীকৃত অর্থের শতভাগ এককালীন প্রদান করা হবে।

(গ) মঞ্জুরকৃত অর্থ প্রাপ্তির পর-বিক্রেতার সাথে চুক্তি সম্পাদনের কপি (চুক্তি নামা) ও রেজিস্ট্রেশনের পর রেজিস্ট্রেশনের মূল কপি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রি অফিস থেকে পাওয়া সাপেক্ষে) এনসিটিবিতে জমা দিতে বাধ্য থাকিবেন।

(২) **গৃহ নির্মাণ, গৃহ মেরামত, গৃহ সম্প্রসারণ, কম্পিউটার অথবা মোটর সাইকেল ক্রয়ের ঋণের ক্ষেত্রে:**

(ক) মঞ্জুরীকৃত ঋণের অর্থ আবেদনকারী কর্মচারীকে এক কিস্তিতে প্রদান করা হবে।

১২। **ঋণের সুদের হার** ।— (১) কর্মচারীর কল্যাণের প্রতি দৃষ্টিরেখে এই তহবিল হতে প্রদত্ত সকল ঋণের টাকার উপর ৫% (শতকরা পাঁচ) হারে বার্ষিক সরল সুদধার্য করা হবে (২৩/১০/১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩৬৪তম সাধারণ বোর্ড সভার ৩ নং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী।

১৩। **ঋণ পরিশোধ বা আদায় পদ্ধতি** ।— (১) মঞ্জুরীকৃত ঋণের টাকা গ্রহণের ১ (এক) বছর পর থেকে ঋণের কিস্তির টাকা আদায়যোগ্য হবে।

(২) বিভিন্ন উপ-ধারার শর্তাদিতে জমি/ফ্ল্যাট ক্রয় ঋণ, গৃহ নির্মাণ ঋণ, গৃহ মেরামত ঋণ ও গৃহসম্প্রসারণ ঋণের টাকা কর্মচারীর মাসিক বেতন-ভাতা থেকে ১২০ (একশত বিশ) কিস্তিতে, কম্পিউটার ক্রয় ঋণ ৬০ (ষাট) কিস্তিতে এবং মোটরসাইকেল ক্রয় ঋণ ১০০ (একশত) কিস্তিতে আদায় করা হবে। গৃহীত ঋণের আসল ও সুদের টাকা সমন্বয়পূর্বক কিস্তি নির্ধারণ করে ঋণ পরিশোধ করতে হবে। কোনক্রমেই ঋণের কিস্তিকর্তন বন্ধ রাখা যাবেনা। তবে, জমি/ফ্ল্যাট ক্রয় ঋণ, গৃহ নির্মাণ ঋণ/গৃহমেরামত ঋণ, গৃহসম্প্রসারণ ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে কোন কর্মচারীর চাকরির মেয়াদ ১৭৫ (একশত পচাত্তর) মাসের বেশি থাকলে বোর্ড কর্তৃপক্ষ ঋণ পরিশোধের কিস্তির সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারবে। তবে, তা কোনক্রমেই ১৭৫ (একশত পচাত্তর) কিস্তির অধিক হবে না।

(৩) প্রদত্ত ঋণ কর্মচারীদের চাকুরির মেয়াদকালের মধ্যে আদায় করতে হবে এবং এই বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রয়োজনবোধে ঋণের কিস্তির হার বাড়ানো যেতে পারে। যদি কর্মচারীর প্রদত্ত ঋণ সুদসহ চাকুরীকালীন সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে আদায় না হয় তবে সংশিষ্টকর্মচারীর চাকুরী হতে অবসর গ্রহণের সময় অথবা চাকুরী হতে অব্যাহতির সময় বোর্ড থেকে প্রাপ্ত গ্র্যাচুয়িটি বা অন্যান্য সমুদয় প্রাপ্তি থেকে এককালীন টাকা কর্তণ করে সুদসহ ঋণের সমুদয় পাওনা আদায় করা হবে। এতে কারও কোন ওজর আপত্তি বা কোন আদালতে মামলা দায়ের গ্রহণযোগ্য হবে না। কর্মচারী প্রয়োজনে বেতন বিল থেকে একাধিক কিস্তিকর্তন করতে পারবেন।

(৪) কর্মচারী গণ ঋণ গ্রহণের পর যেকোন সময় আসল ও সুদসহ নগদে পরিশোধ করতে পারবেন। যে কোন সময় আসল ও সুদসহ নগদে পরিশোধ করতে সদস্য (অর্থ) বরাবর আবেদন করতে হবে। আবেদনে প্রশাসন শাখার সুপারিশ থাকতে হবে। আবেদন পাওয়ার পর কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে হিসাব শাখা ঋণের অর্থ সমর্পণের পূর্ব সময় পর্যন্ত সময়ের সুদ হিসাব করে আবেদনকারীকে পত্র দিয়ে অবহিত করার পর তদানুযায়ী আবেদনকারী সুদসহ আসল টাকা বোর্ড তহবিলে জমা প্রদান করবেন।

(৫) যেহেতু এই ঋণ কর্মচারীর কল্যাণ তথা একটি বিশেষ আর্থিকসহ যোগিতা প্রদান সেহেতু এই ঋণ গ্রহণের জন্য প্রকৃত ঘটনা ঢেকে রাখা বা ঢেকে রাখার চেষ্টা করা, তথা মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ, জাল দলিল, কাগজপত্র অথবা জাল বায়না-নামা প্রদান অথবা ১ম কিস্তির টাকা গ্রহণের পর যথাযথভাবে ঋণের টাকা ব্যবহার না করার চেষ্টা বা ইচ্ছা প্রকাশ প্রভৃতি অসৎ উদ্দেশ্য বা আচরণ প্রকাশ পেলে বা প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে জালিয়াতি এবং বোর্ডের তহবিল তসরুফেরদায়ে দোষী সাব্যস্ত হলে ঋণদান কমিটির মতামত ও কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। এ ক্ষেত্রে দোষী সাব্যস্ত কর্মচারীর শাস্তি নিম্নরূপ :

"নিয়মিত বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট বন্ধ অথবা চাকুরিতে পদানবতি অথবা উভয় প্রকার শাস্তি কার্যকর হতে পারে এবং এরূপ অপকীর্তির রেকর্ড সংশিষ্ট কর্মচারীর "সার্ভিস বুক"-এ প্রশাসন শাখা কর্তৃক লিপিবদ্ধ হবে"।

(৬) বোর্ডকে আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে রক্ষার জন্য কর্মচারীর ঋণ গ্রহণ সংশ্লিষ্ট বাড়ি বা জমি অথবা ফ্লাট বোর্ডের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে এবং প্রয়োজনবোধে বোর্ড ঐ জমি বা বাড়ি অথবা ফ্লাট বিক্রি করে ঋণের টাকা ও সুদ আদায় করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে কোন রকম আপত্তি বা কোন আদালতে মামলা দায়ের গ্রহণযোগ্য হবে না। (Note: The mortgage bond will be prepared in F.R. form No-28 and the reconveyance in F.R. Form No. 31.)

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

www.nctb.gov.bd

মুজিব শতবর্ষ 100

১৪। **বিবিধ।—** অত্র বিধিমালায় বর্ণিত ঋণ সংক্রান্ত যেকোন জটিলতা বা মতবিরোধ দেখা দিলে বা এই বিধিমালা বহির্ভূত কোন নতুন পরিস্থিতি উদ্ভব হলে সকল ক্ষেত্রে বোর্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

১৫। এনসিটিবির বোর্ড সভার অনুমোদনের পর এ বিধিমালা জারির তারিখ থেকে এই বিধিমালা ''কার্যকর'' বলে গণ্য হবে। এ বিধিমালা জারির পূর্বে, যে সকল কর্মচারী ঋণ গ্রহণ করেছেন, তাঁদের ঋণের কর্তন ও অন্যান্য বিষয়াবলি পূর্বের বিধিমালা দ্বারা পরিচালিত হবে।

১৬। ভবিষ্যৎ প্রয়োজনে বোর্ড যেকোনো সময় এ বিধিমালা সংশোধন, পরিমার্জন, পরিবর্ধন করবে।

এই নীতিমালার কোন অংশের সাথে সরকারি আর্থিক বিধিমালার অসংগতি সৃষ্ট হলে সে ক্ষেত্রে সরকারি বিধিমালা কার্যকর হবে।

০৭.০২.২০২১

(প্রফেসর ড. মোঃ নিজামুল করিম)
সচিব
৯৫৬৫৬৪৪

পত্র সংখ্যা- হিঃরঃশাঃ ২৫৯/৮৮(১০ম খন্ড)/ ৪৫৮-(১৫)

তারিখ: ০৯./০২/২০২১

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরিত হলোঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরিত হলোঃ

১-৪ সদস্য (পাঠ্যপুস্তক/অর্থ/ শিক্ষাক্রম/প্রাথমিক শিক্ষাক্রম), এনসিটিবি
৫-৬ উপসচিব (প্রশাসন/কমন), এনসিটিবি
৭-১১ প্রধান সম্পাদক/উৎপাদন নিয়ন্ত্রক/বিতরণ নিয়ন্ত্রক/প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা/ঊর্ধ্বতন ভান্ডার কর্মকর্তা, এনসিটিবি
১২ প্রোগ্রামার, এনসিটিবি, ঢাকা (ওয়েবসাইটে আপলোডের অনুরোধসহ)
১৩ পি এ টু চেয়ারম্যান, এনসিটিবি
১৪ পি এ টু সচিব, এনসিটিবি
১৫ সংরক্ষণ নথি (প্রশাসন)

০৯/০২/২১

(মোঃ সিরাজ উল্যাহ্)
সহকারী-সচিব (প্রশাসন)
ফোন: ৯৫৫২৮৪৯

Received 2?/02/2021